রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৭, ২০১৬

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৩৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৭
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—২০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ আশ্বিন ১৪২২/২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৬.২০১৫-৩৭০—যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মান্নান (৪৫৮৪), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৩২.০১৯.০০.০.০০৩.২০১৪ (অংশ-১)-৪৩৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জোনে বদলি করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের গত ৪-৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০০.৪২.০০০.৪১.০৫.০৪৬.২০১৪-১১২ সংখ্যক স্মারকমূলে ০৫-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অবমুক্তির আদেশ জারি করা হয় এবং উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার-কে দায়িত্বভার হস্তান্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু অবমুক্তির আদেশ জারির পরও তিনি ০৫-০৩-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৪-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০(বিশ) দিন উক্ত পদে বহাল থেকে অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখেন এবং মোট ১১,২১,৯৮৮ টাকা ব্যয় করেন। উল্লিখিত কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৬.২০১৫-২৫৬ নং স্মারকে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগ সমর্থন করে জানান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে বদলির পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক ০৫-০৩-২০১৫ তারিখে অবমুক্ত করা হয়। অবমুক্তির পর তিনি দায়িত্বভার

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

হস্তান্তর না করে বিধি বহির্ভূতভাবে ২০ (বিশ) দিন অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং ১১,২১,৯৮৮ টাকা ব্যয় করেন, যা অসদাচরণের সামিল। অপরদিকে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, ০৪-০৩-২০১৫ তারিখে অবমুক্তির আদেশ পেয়েছেন এবং ২৯-০৩-২০১৫ তারিখ বদলিকৃত কর্মস্থল চট্টগ্রামে সড়ক ও জনপথ বিভাগে যোগদান করেন। অবমুক্তির পর ৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব হস্তান্তর না করে বিভিন্ন খাতে জেলা পরিষদ প্রশাসকের নির্দেশে ১১,২১,৯৮৮ টাকা ব্যয় করেছেন মর্মে জানান। তিনি ভুল করেছেন উল্লেখ করে ক্ষমা চেয়ে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবদুল মান্নান কর্তৃক অবমুক্তির আদেশ প্রাপ্তির পারও বিধি বহির্ভূতভাবে ২০ (বিশ) দিন কর্মস্থলে অবস্থান করে ১১,২১,৯৮৮ (এগার লক্ষ একুশ হাজার নয়শত আটাশি) টাকা ব্যয় করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর কৃত এ অপরাধ "অসদাচরণ" (Misconduct) এর পর্যায়ভুক্ত ও দণ্ডনীয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মান্নান (৪৫৮৪), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার-কে বর্তমানে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৭(২)(বি) বিধির অনুসরণক্রমে ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ আশ্বিন ১৪২২/৬ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৫-৪৩৪—যেহেতু, জনাব কাজী আজিজুল হক (পরিচিতি নং-১১১৯৯) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব) (নন-ক্যাডার), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে জনৈক ফরহাদ হোসেন সরকার, ২৭/২১, শের শাহ সুরি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় খাসজমি বন্দোবস্ত পাইয়ে দেয়ার প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক এ বাবদ ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করা সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২২-০১-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৫.৩৯ স্মারকের মাধ্যমে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৫-০২-২০১৫ তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১-০৩-২০১৫ তাখিে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৪-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৫.১৭১ নং স্মারকে জনাব আ ন ম কুদরুত-ই খুদা (৪৯৩০), যুগ্মসচিব (আইন কোষ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ০২-০৭-২০১৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি অনুযায়ী "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement)" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব করে গত ২৮-৭-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৫.৩২০ নং স্মারকে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৫-০৮-২০১৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং উক্ত জবাব পর্যালোচনায় সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় গুরুদণ্ড আরোপের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭(৭) বিধি মোতাবেক গত ২৪-০৮-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১ ১৫.৩৭২ নং স্মারকে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement)" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়-কে অনুরোধ জানানো হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় হতে গত ০৪-১০-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৩.০৩৪.০০.০০.০০৩. ২০১৫-২০০ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement)" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) মোতাবেক জনাব কাজী আজিজুল হক (১১১৯৯)-কে সরকারি চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement)" গুরুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মাঠপ্রশাসন-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ২৯ ভাদ্র ১৪২২/১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০০.০২২.১০-৪৩৯—যেহেতু, খন্দকার রবিউল ইসলাম (১৭৩২৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, যশোর আদালতে মামলা নম্বর-১৯৬/১৪ (নারী ও শিশু মামলা নম্বর ৫৪/২০১৫), তারিখ ০১-১২-২০১৪ খ্রি. দায়ের করা হয়;

২। যেহেতু, খন্দকার রবিউল ইসলাম (১৭৩২৪) গত ২৬-০২-২০১৫ খ্রি. তারিখে আদালতে হাজির হয়ে উক্ত মামলায় জামিন প্রাপ্ত হওয়ায় গত ০১-০৪-২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭. ০০.০২২.১০-১৬৮ সংখ্যক আদেশে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

৩। যেহেতু, বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, যশোর আদালত উক্ত মামলায় খন্দকার রবিউল ইসলাম (১৭৩২৪)-কে গত ২৮-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখে খালাস প্রদান করেন;

৪। সেহেতু, খন্দকার রবিউল ইসলাম (১৭৩২৪) এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। এ আদেশবলে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৭২(এ) অনুসারে তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি উক্ত সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪২২/৮ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০০.০১৯.১৩-৪৮৫—যেহেতু, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৭ম ব্যাচের কর্মকর্তা বেগম অপর্ণা সেন (৪৯৬১), প্রাক্তন প্রশিক্ষক (সহকারী সচিব), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা গত ২২-০৭-১৯৯৪ খ্রি. তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে সরকারের কর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ২১-০৭-১৯৯৯ খ্রি. তারিখে কর্মস্থলে তাঁর অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

সেহেতু, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, প্রথম খণ্ডের বিধি ৩৪ অনুসারে গত ২২-০৭-১৯৯৪ খ্রি. তারিখ হতে বেগম অপর্ণা সেন (৪৯৬১) এর চাকরির অবসান হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ আশ্বিন ১৪২২/১৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৫.২০১.০২৫.০০.০০.০০৩.২০১২-৫০৪—বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি এবং নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমিতে ১২ মাস মেয়াদে সান্ধ্যকালীন Masters in Public Policy and Management (MPPM) কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের জন্য শর্তাবলি নিম্নরূপ ঃ

(১) এম.পি.পি.এম. কোর্সের মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উপস্থিতির হার প্রতি মডিউলে কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ থাকতে হবে। অন্যথায় মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না।

(২) কোর্স পরিচালকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রতি ০১ (এক) দিন বিলম্বে উপস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট মডিউলে প্রাপ্ত নম্বর হতে ২(দুই) নম্বর কর্তন করতে হবে। তবে, অধিবেশন শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) মিনিট পর্যন্ত Grace time বিবেচনা করা হবে। উক্ত সময়ের পরে যদি কোন অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন তাহলে ঐ অধিবেশনে তিনি অনুপস্থিত রয়েছেন বলে গণ্য করা হবে।

(৩) এম.পি.পি.এম. কোর্সের পরীক্ষায় কোন ধরনের নকল/কথা বলা/অথবা অন্য কোন উপায়ে অসদুপায় অবলম্বন করা যাবে না। এ ধরনের কার্যক্রম প্রমাণিত হলে কোর্স থেকে বহিষ্কার করা হবে।

(৪) এম.পি.পি.এম. কোর্সের পরীক্ষা/সেমিনার পেপার/ গবেষণাপত্রসহ যেকোন এসাইনমেন্টে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন এবং কোর্সের কোন এসাইনমেন্ট/ সেমিনার পেপার/ গবেষণাপত্রসহ যে কোন প্রতিবেদনে অন্য কোন ডকুমেন্ট হুবহু ব্যবহার করা যাবে না। কোর্স এসাইনমেন্ট/সেমিনার পেপার/গবেষণাপত্রসহ যে কোন প্রতিবেদনে এ ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করার বিষয়টি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ প্রদান করা যাবে। দ্বিতীয়বারও অসাদুপায় অবলম্বন করার বিষয়টি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কোর্স হতে অব্যাহতি প্রদান করা হবে। এক্ষত্রে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির রেক্টর এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৫) কোর্স চলাকালীন সাধারণত: কোন ধরনের ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। তবে শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে একাডেমির রেক্টর সর্বোচ্চ তিন দিন (ক্লাশ দিবস), কোর্স পরিচালক এক দিন ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে তিন দিনের অধিক ছুটি মঞ্জুরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(৬) এম.পি.পি.এম. কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের বিদেশ ভ্রমণের জন্য বহি: বাংলাদেশ ছুটিসহ অন্য কোন কারণে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হবে না।

(৭) এম.পি.পি.এম. কোর্সে যদি কোন অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা কোন কারণে কোন মডিউলের মিডটার্ম পরীক্ষা/চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেন, অথবা কোন এসাইনমেন্ট যথাসময়ে জমা না দেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাটি পরবর্তীতে আর নেওয়ার সুযোগ থাকবে না এবং এসাইনমেন্টও পরবর্তীতে গ্রহণ করা যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন: ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হওয়া, অথবা এমন কোন রোগে আক্রান্ত হওয়া যার ফলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে অথবা সর্বদা ডাক্তারের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকা জরুরি) পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মডিউলের পরীক্ষা ও এসাইনমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির রেক্টর এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহে এলিদ মাইনুল আমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ আশ্বিন ১৪২২/১১ অক্টোরব ২০১৫

বিষয়ঃ ২০১৫ সনের দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী) পূর্ব ঘোষিত সাধারণ ছুটি ২৩ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ শুক্রবারের পরিবর্তে আগামী ২২ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার নির্ধারণ।

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০৮.০০৮.১১-২২৬—The Negotiable Instruments Act, 1881 এর 25 ধারার ব্যাখ্যায় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী) উপলক্ষে সাধারণ ছুটি ২৩ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ০৮ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ শুক্রবারের পরিবর্তে ২২ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ০৭ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

২। যে সকল অফিসের সময়সূচি ও ছুটি তাদের নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অথবা যে সকল অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি সরকার কর্তৃক অত্যাবশ্যক চাকরি (Essential Service) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী জনস্বার্থে বিবেচনা করে এ ছুটি ঘোষণা করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলমগীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়

আদেশ

তারিখ, ৩১ ভাদ্র ১৪২২/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৮০.৪০১.০১৯.০০.০০.১৮৬.০৫(অংশ)-১০৩৬—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রেগ্রামার (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি শাখা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এবং আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের কর্ম পদ্ধতি অনুযায়ী ইউনিট-১২ হতে কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে কর্ম কমিশন কর্তৃক বাতিলকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর তথ্য কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ২৯তম বিসিএস এর সুপারিশকৃত মেধা তালিকার ১ম ১০ জনের মধ্যে ক্রমিক নং ১ এ প্রদর্শিত হয়। ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে কর্ম কমিশন কর্তৃক ২০-১২-২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাতিলকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল এর তথ্য কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি তদন্ত করার জন্য কর্ম কমিশনের একজন বিজ্ঞ সদস্যকে আহবায়ক করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির তদন্তে দেখা যায়, ২৯ তম বিসিএস এর ১ম ১০(দশ) জনের মেধা তালিকায় স্থগিতকৃত/বাতিলকৃত প্রার্থীর নাম Database-এ সংরক্ষণসহ অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে আপনি নিজ স্বাক্ষরে গবেষণা শাখায় প্রেরণ করেছেন। আপনি কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে ঐরূপ ভ্রান্ত তথ্য গবেষণা শাখাকে প্রদান করেছেন।

যেহেতু ২৮-০২-২০১১ তারিখে পূর্ণ কমিশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর প্রার্থীতা স্থগিত রেখে চূড়ান্ত ফলাফল তথ্য ও প্রযুক্তি শাখা হতেই সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে ২০-১২-২০১১ তারিখে কর্ম কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় তার প্রার্থীতা বাতিল করা হয়; এবং

যেহেতু ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল এর প্রার্থীতা বাতিল সংক্রান্ত কমিশন সভার কার্যবিবরণী তথ্য প্রযুক্তি শাখার সিনিয়র সিস্টেম এনলিস্ট-কে সরবরাহ করা হয় এবং কমিশন সভায় প্রার্থীতা বাতিল হওয়ার দিনই আপনার স্বাক্ষরে তালিকাটি গবেষণা শাখায় প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু ফলাফল স্থগিতকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল এর নাম ১ম ১০ জনের মেধা তালিকায় ১০(দশ) মাস পরে প্রদর্শন করে তথ্য দেওয়াকে আপনার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করার অবকাশ নেই; এবং

যেহেতু বাতিলকৃত প্রার্থীর তথ্য মূল Database -এ সংরক্ষণ করা আপনার দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য, অবহেলা ও অযোগ্যতার পরিচয় বহন করে। তদন্তকালে ১৭-৯-২০১৩ তারিখে গৃহীত একই প্রিন্ট আউটে বাতিলকৃত প্রার্থীর নামের বিপরীতে 'W' লিপিবদ্ধ ছিল অথচ পূর্বে ২০-১২-২০১১ তারিখে প্রদত্ত তথ্যে বাতিলকৃত প্রার্থীর নাম ১ম ১০ জনের মেধা তালিকার ১ নম্বরে প্রদর্শিত হয়েছে। এতে স্পষ্টতঃই আপনার কর্ম সম্পাদনে শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হয়েছে; এবং

যেহেতু আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিজ স্বাক্ষরে কমিশনের সাংবিধানিক দলিল হিসাবে বিবেচিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-এ প্রকাশের জন্য গবেষণা শাখার পরিচালকের নিকট ভুল ও ত্রুটিযুক্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন; এবং

যেহেতু গবেষণা শাখার পরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী ২৯তম বিসিএস এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রদান আপনার ক্ষমতা বর্হিভূত কাজ জেনেও আপনি তা সরবরাহ করেছেন; এবং

যেহেতু আপনার বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগে আপনাকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৩/২০১৩) রুজু করা হয় এবং ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে উহার লিখিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

যেহেতু আপনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন; এবং

যেহেতু আপনার ব্যক্তিগত শুনানী ৩০-৩-২০১৪ তারিখে সচিব মহোদয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য এ সচিবালয়ের ১৮ মে, ২০১৪ তারিখের ৪৬৫ নং স্মারকে উপ-সচিব (বাজেট) জনাব এস.এম সেলিম রেজা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাঁর বদলীজনিত কারণে ২৩ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের ৮৬৯ নং স্মারকে পরিচালক (উপ-সচিব) বেগম সাবিনা আলম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে ফলাফল স্থগিতকৃত প্রার্থীর নাম ১ম ১০ জনের মেধা তালিকায় ১০ মাস পরে প্রদর্শন করে তথ্য দিয়ে কাজের ত্রুটি করেছেন-এ অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত পাওয়া গেছে।

তদন্ত কর্মকর্তার মতামতের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে কেন গুরুদণ্ড আরোপ করা হবেনা, ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে উহার লিখিত জবাব দাখিল করার জন্য (২য় শো'কজ নোটিশ) নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ০৫-৭-২০১৫ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

সেহেতু আপনার বিরুদ্ধে আনীত ২৯তম বিসিএস এর ফলাফল স্থগিতকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর নাম ১ম ১০ জনের মেধা তালিকায় ১০ মাস প্রদর্শন করে তথ্য দিয়ে কাজের ত্রুটি করার অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া আপনার দাখিলকৃত ২য় কারণ দর্শনো নোটিশের জবাব যথাযথ এবং সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) অনুযায়ী আপনার বেতন স্কেল ৩ (তিন) বৎসরের জন্য টাইমস্কেলের নিম্নধাপে নামিয়ে দেওয়া হ'ল এবং টাইমস্কেলের নিম্নধাপে নামিয়ে দেওয়ার পূর্ববর্তী চাকুরীকাল এবং টাইম স্কেলের নিম্নধাপে অবস্থানকালীন চাকুরীকাল বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা হবেনা।

ইকরাম আহমেদ
চেয়ারম্যান।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৮০.৪০১.০১৯.০০.০০.১৮৬.০৫(অংশ)-১০৪৪—তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার বাতিলকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর তথ্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ২৯তম বিসিএস এর সুপারিশকৃত মেধা তালিকার ১ম ১০ জনের মধ্যে ক্রমিক নং ১ এ প্রদর্শিত হওয়ার অভিযোগে এ সচিবালয়ের ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের ৯৫১ নং প্রজ্ঞাপনে প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আব্দুল রাজ্জাক-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং তার দাখিলকৃত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ এবং সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) অনুযায়ী তার বেতন ৩ (তিন) বৎসরের জন্য টাইমস্কেলের নিম্নধাপে নামিয়ে দেওয়ার দণ্ড প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখের ৯৫১ নং স্মারকে প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন সুলতানা
উপ পরিচালক (প্রশাসন-১)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০ (মাধ্যমিক-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ পৌষ ১৪২২/১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৫.০০৫.২০১৩-১০৩১—গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজটি ২৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এবং ১১ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মুহিবুর রহমান
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৫/০৬ পৌষ ১৪২২

বিষয়ঃ ১৪৩৭ হিজরি (২০১৫ সনের পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী এর নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি আগামী ২৪-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার এর পরিবর্তে ২৫-১২-২০১৫ খ্রিঃ শুক্রবার পুনঃনির্ধারণ।

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-২৮২—The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ২৫ ধারার ব্যাখ্যায় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ বৃহস্পতিবার এর পরিবর্তে ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ শুক্রবার পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

২। যে সকল অফিসের সময়সূচি ও ছুটি তাদের নিজস্ব আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অথবা যে সকল অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি সরকার কর্তৃক অত্যাবশ্যক চাকরি (Essential Service) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আইন-কানুন অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করে এ ছুটি ঘোষণা করবে।

তারিখ, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫/০৯ পৌষ ১৪২২

বিষয়ঃ পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন ২০১৫ উপলক্ষে পৌরসভার নির্বাচনী এলাকায় ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাধারণ ছুটি ঘোষণা।

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-২৮৫—The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ২৫ ধারার ব্যাখ্যায় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন ২০১৫ উপলক্ষে পৌরসভার নির্বাচনী এলাকার সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে পৌরসভার নির্বাচনী এলাকায় ভোট গ্রহণের দিন ৩০-১২-২০১৫ তারিখে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

২। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলমগীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।